সংবাদ

12 NOV 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

এবার বেসরকারি স্কুলে এমপিদের ভর্তি কোটা

রাকিব উদ্দিন

এবার বেসরকারি বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তিতে সংসদ সদস্যদের (এমপি) দুই শতাংশ কোটা দেয়া হচ্ছে। শিক্ষাসংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে এ সংক্রান্ত নীতিমালা সংশোধন করে তাদের এ কোটা দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। প্রশ্ন উঠেছে এমপিরা এ কোটায় কাদের সন্তান ভর্তি করাবেন তা নিয়ে। শিক্ষাসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, এমপিরা এ কোটার অপব্যবহার করতে পারেন। কারণ এমপিরা এমনিতেই কোটা ছাড়া নিজ নিজ সংসদীয় আসনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি কার্যক্রমে অনৈতিক হস্তক্ষেপ করে থাকেন। এ পরিস্থিতির মধ্যে তাদের জন্য কোটা সংরক্ষণ করা হলে সারাদেশের স্কুলে এ নিয়ে নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে বলে শিক্ষাসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা আশঙ্কা করছেন।

এ ছাড়াও শিক্ষা প্রশাসনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য ভর্তি কোটা দুই শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে তিন শতাংশ এবং প্রবাসী

- মেধাবীরা অধিকার বঞ্চিত হবে
- কোটার অপব্যবহার হওয়ার সম্ভাবনা

নাগরিকদের ছেলেমেয়ের ভর্তির জন্য এক শতাংশ কোটা সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, শেষ পর্যন্ত এমপিদের জন্য দুই শতাংশের পরিবর্তে এক শতাংশ কোটাও রাখা হতে পারে। তারা শিক্ষা প্রশাসনের কর্মকর্তা-কর্মচারীর সন্তানদের জন্য কোটা বাড়ানোরও তীব্র সমালোচনা করেছেন। বেসরকারি : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

বেসরকারি : এমপিদের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কিন্তু এমপিরা তাদের জন্য নির্ধারিত কোটায় কোন শিক্ষার্থীদের ভর্তি করাতে পারবেন সে বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত নেয়া হয়নি।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. সিদ্দিকুর রহমান সংবাদকে বলেছেন, 'এটি হলো একটি গণতান্ত্রিক দেশে অগণতান্ত্রিক ব্যাপার। এটা কোনক্রমেই সমর্থনযোগ্য নয়। কারণ এমপিদের কোটায় যারা ভর্তি হবে তারা নিশ্চই মেধার বাইরের। এতে করে মেধাবীরা তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে'।

জানা গেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা নীতিগতভাবেই এমপিওদের জন্য কোটা সংরক্ষণের বিরুদ্ধে। কিন্তু বিষয়টি স্পর্শকাতর হওয়ায় প্রকাশ্যে কেউই এর বিরোধিতা করছে না।

গতকাল সচিবালয়ে 'নিম্ন মাধ্যমিক/মাধ্যমিক, /উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার্থী ভর্তিতে অনুসরণীয় নীতিমালা' পর্যালোচনাসংক্রান্ত সভা এমপিদের জন্য কোটা সংরক্ষণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে। সভা শেষে শিক্ষাসচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী সাংবাদিকদের বিস্তারিত অবহিত করেন। সভায় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) মহাপরিচালক প্রফেসর নোমান উর রশিদ, ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ফাহিমা খাতুন, বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ও ঢাকা সিটি কলেজের গভর্নিং বডির সভাপতি ড. ফরাস উদ্দিন আহমেদ, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ প্রমুখ।

সভায় উপস্থিত একজন অধ্যক্ষ সংবাদকে বলেন, 'এই সভার মাধ্যমে শিক্ষা প্রশাসন নিজেদের স্বার্থ আদায় অর্থাৎ তাদের সন্তানদের কোটা এক শতাংশ বৃদ্ধির বিষয়ে আমাদের সম্মতি আদায় করেছেন। অথচ প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন সম্পর্কে আমরা কথা বলতে চাইলেও শিক্ষা প্রশাসনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা তা মনোযোগ দিয়ে শুনেনি'।

এমপিদের জন্য কোটা সংরক্ষণের বিষয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী সাংবাদিকদের বলেন, 'এটা নিয়ে আরও ভাবতে হবে। কারণ এ কোটায় যদি সংশ্লিষ্ট এলাকার গরিব ও মেধাবী ছেলেমেয়েদের ভর্তির সুযোগ দেয়া হয় তাহলে তা ভালো। কিন্তু এ কোটা যদি অন্য খাতে ব্যবহার করা হয় তাহলে তা নিয়ে অবশ্যই প্রশ্ন উঠবে'।

শিক্ষা সচিব বলেন, শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করে এ সংক্রান্ত নীতিমালা সংশোধন করে সোমবার (আজ) তা জারি করা হবে। তিনি জানান, প্রবাসীদের সন্তানদের জন্য দুই শতাংশ, শিক্ষা বোর্ড এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) কর্মকর্তাদের সন্তানদের জন্য এক শতাংশ কোটা বৃদ্ধির বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়েছে। কত আসনে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে তা অবশ্যই ভর্তি বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ থাকবে হবে বলেও শিক্ষাসচিব জানান।

জানা যায়, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের জন্য পাঁচ শতাংশ এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সন্তানদের ভর্তির ক্ষেত্রে ৫ধু ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার ন্যূনতম যোগ্যতা থাকা সাপেক্ষে দুই শতাংশ কোটা আগে থেকেই রাখা আছে।

প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি লটারিতেই

বেসরকারি বিদ্যালয়ে এবারও প্রথম শ্রেণীতে লটারির মাধ্যমে শিক্ষার্থী ভর্তি করাতে হবে জানিয়ে শিক্ষাসচিব বলেন, অন্য শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষা হবে। তবে নবম শ্রেণীতে শিক্ষার্থী ভর্তি হবে জেএসসির ফলের ভিত্তিতে।

বাড়ছে ভর্তি ফরমের দাম

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে এবার বেসরকারি বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তির ফরমের দাম কিছুটা বাড়ানো হচ্ছে বলে জানান ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী। তিনি বলেন, ১৫০ থেকে ২০০ টাকার মধ্যে ভর্তি ফরমের দাম নির্ধারণ করা হবে। তবে আংশিক এমপিওভুক্ত এবং ঢাকার বাইরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য ভর্তি ফরমের দাম বাড়ানো হবে না। এবারও বাংলা মাধ্যমের বিদ্যালয়ে ভর্তি ফি আট হাজার এবং ইংরেজি মাধ্যমের বিদ্যালয়গুলোতে ১০ হাজার টাকা নির্ধারণ করা হবে।

প্রসঙ্গত গত বছর ভর্তি ফরমের দাম নেয়া হয়েছিল ১০০ টাকা।

১৫ দিনের মধ্যে অতিরিক্ত টাকা ফেরত

তিন-চারবার নোটিস দেয়ার পরও শিক্ষার্থী ভর্তিতে অতিরিক্ত টাকা ফেরত না দেয়ায় রাজধানীর তিনটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে আরও ১৫ দিন সময় দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে শিক্ষা সচিব বলেন, ভর্তিতে নেয়া অতিরিক্ত অর্থ ফেরত দিতে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে তাদের আরও ১৫ দিনের সময় দেয়া হয়েছে।

এর পরও টাকা ফেরত না দিলে কি ব্যবস্থা নেবেন– এমন প্রশ্নের জবাবে সচিব বলেন, মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ পালন না করলে তাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই ব্যবস্থা নেয়া হবে।

গতকালের সভায় রাজধানীর শীর্ষস্থানীয় ভিকারুন নিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ ও মণিপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ উপস্থিত ছিলেন। এ তিনটি স্কুল এখনও শিক্ষার্থী ভর্তিতে নেয়া অতিরিক্ত অর্থ ফেরত দেয়নি।

জানা যায়, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে গত শিক্ষাবর্ষে শিক্ষার্থী ভর্তির সময় নেয়া অতিরিক্ত অর্থ ফেরত বা বেতনের সঙ্গে সমন্বয় করতে প্রথমে ৩০ জানুয়ারি নির্দেশ দেয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়। কিন্তু অর্থ ফেরত দেয়া হয়নি। পরে ২ জুলাই সংসদে শিক্ষামন্ত্রী জানান, শিক্ষার্থী ভর্তির সময় নেয়া অতিরিক্ত অর্থ আগামী এক মাসের মধ্যে ফেরত না দিলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন বাতিল করা হবে। শিক্ষামন্ত্রীর ওই হুমকিতেও কোন কাজ হয়নি।

জানা গেছে ৪ জুলাই শিক্ষাসংক্রান্ত একটি তদন্ত কমিটি তাদের প্রতিবেদনে জানায়, ভর্তি ফি বাবদ মণিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ তিন হাজার ৫৪ জন ছাত্রছাত্রীর কাছ থেকে পাঁচ কোটি ২৩ লাখ ৭৬ হাজার ১০০ টাকা, মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ দুই হাজার ৬৬৭ জন শিক্ষার্থীর কাছ থেকে তিন কোটি ৩৯ লাখ ৩৪ হাজার ৯০০ টাকা এবং ভিকারুন নিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ এক হাজার ৬২৭ ছাত্রীর কাছ থেকে ৬৮ লাখ ১৭ হাজার ১০০ টাকা অতিরিক্ত ফি আদায় করেছে।